বসুন্ধরায় ফ্ল্যাটে হামলা-লুটপাটের মামলায় যুবলীগ নেতা শহিদুল গ্রেপ্তার



অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি ফ্ল্যাটে হামলা, ভাঙচুর ও স্বর্ণালংকারসহ মালামাল লুটের অভিযোগে যুবলীগ নেতা শহিদুল হাকিম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটারা থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে ফকিরাপুল এলাকার একটি ভবনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভুক্তভোগী বাড়ির মালিকের স্ত্রী জেবুন্নেসার করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, গত ২১ অক্টোবর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ই ব্লকের ৮৪ নম্বর সড়কের ১৫৮১ নম্বর হোল্ডিংয়ের একটি ফ্ল্যাটে শহিদুল হাকিম চৌধুরী, শিপন চৌধুরীসহ কয়েকজন হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বাড়িটির মালিক আবু বকর পেশায় একজন অটোমোবাইল প্রকৌশলী। তিনি অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী। প্রায় এক বছর আগে দেশে ফিরে স্ত্রী জেবুন্নেসাকে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করেন।

আবু বকরের স্ত্রীর বড় ভাই মিন্টুর অভিযোগ, তিন দফায় হামলা চালিয়ে ফ্ল্যাটটি ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনার পর তাঁর বোন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করেও প্রতিকার পাননি বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর ভাষ্য, হামলাকারীরা দরজা-জানালা ও আসবাবপত্রসহ বাড়ির বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। ট্রাকে করে মালামাল সরিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বাড়িটির আরেকটি ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া জেনিফার সিদ্দিকী জানান, ২০ অক্টোবর প্রথম দফায় নিচতলার একটি ফ্ল্যাটে হামলা হয়। পরে জেবুন্নেসা তাঁর শিশুসন্তানকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ২৪ অক্টোবর রাতে আবারও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ সময় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে নেওয়া এবং শৌচাগারের বেসিন ও কমোডসহ বিভিন্ন জিনিস ভাঙচুরের কথাও জানান জেনিফার।

জেনিফারের ভাষ্য, গভীর রাতে ট্রাকে করে ফ্ল্যাটের আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে তাঁরা বাড়ির মালিককে খবর দেন। পরে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার নিরাপত্তাকর্মীরা ট্রাকে মালামাল তোলার কাজে বাধা দেন। খবর পেয়ে রাত দেড়টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে বলে জানান তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রবাসী আবু বকর তাঁর ভগ্নিপতি শহিদুলের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় তিন কাঠা জমি কিনে সেখানে সাততলা ভবন নির্মাণ করেন। ওই ভবনের একটি ফ্ল্যাটে স্ত্রী ও দুই মাস বয়সী সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছিলেন আবু বকর। অভিযোগ রয়েছে, হামলার সময় জেবুন্নেসা ও তাঁর শিশুসন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এ সময় ৪০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করা হয়েছে বলেও মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গত ২৭ অক্টোবর ভাটারা থানায় সাতজনকে আসামি করে মামলা করেন জেবুন্নেসা। বৃহস্পতিবার ভাটারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সরওয়ার ওয়াদুদ অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি শহিদুল হাকিম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেন।

এসআই সরওয়ার ওয়াদুদ বলেন, মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।